সংবাদ

তারিখ 30 JAN 2008
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

To Report

বাকৃবির ছাত্রী হলে আবাসন সঙ্কট

তের দফা বাস্তবায়ন না করায় ১৩ শিক্ষক সারারাত অবরুদ্ধ

প্রতিনিধি, বাকৃবি

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের আবাসন সঙ্কট নিরসনের আন্দোলন চরম আকার ধারণ করেছে। ২০০৮ সেশনের নবাগতা ছাত্রীদের আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা এবং ছাত্রীদের ১৩ দফা দাবি পূরণে অপারগতার জের ধরে সোমবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর এবং প্রভোস্টসহ ১৩ শিক্ষককে ৮ ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রাখে ছাত্রীরা। রাতভর আন্দোলনের পর শিক্ষক সমিতির আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে ভোরের দিকে পরিস্থিতি শান্ত হয় এবং ছাত্রীরা অবরুদ্ধ ১৩ শিক্ষককে মুক্ত করে দেয়।

হলের ছাত্রীদের থেকে জানা যায়, গত সোমবার সন্ধ্যা ৭টায় নবাগতা ছাত্রীদের সুষ্ঠু ও নিরাপদ আবাসন নিশ্চিতকরণ, ডাবলিং ও ... সিস্টেম ... উদ্যোগে কেন্দ্র

অবরুদ্ধ : পৃঃ ২ কঃ ৪

অবরুদ্ধ ১৩ শিক্ষক

(১২ পৃষ্ঠার পর)

করে বাকৃবি'র তাপসী রাবেয়া হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে এডভাইজার, প্রক্টর, প্রভোস্ট কাউন্সিলের কনভেনারসহ ১৩ সদস্যের শিক্ষক টিম ছাত্রীদের সঙ্গে আলোচনায় বসে। কিন্তু রাত ৯টা পর্যন্ত শিক্ষকদের কাছ থেকে ফলপ্রসূ প্রস্তাব না পাওয়ায় এবং ডাবলিং ও গণরুম সিস্টেম বহালের অনুরোধ উত্থাপন করা হলে ছাত্রীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং বিক্ষোভ করতে শুরু করে এবং তাৎক্ষণিকভাবে তাপসী রাবেয়া হল ভবনের মূল গেটে তালা ঝুলিয়ে দেয়। এরপর বাকৃবি সুলতানা রাজিয়া (মূল ভবন ও এনেক্স) এবং তাপসী রাবেয়া হলের প্রায় ৭০০ ছাত্রী গেটের ভেতর তাদের ১৩ দফা দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে ও স্লোগান দিতে থাকে। ফলে তাপসী রাবেয়া হলে আটকা পড়েন বাকৃবি এডভাইজার প্রফেসর নজমুল হাসান, প্রক্টর প্রফেসর ড. হারুন-অর রশীদ, প্রভোস্ট কাউন্সিলের কনভেনর প্রফেসর ড. রেজাউল করিম, তাপসী রাবেয়া ও সুলতানা রাজিয়া হলের প্রভোস্ট প্রফেসর ড. শহীদুল হক চৌধুরী ও প্রফেসর ড. এমএ সামাদ খান এবং ৬ হাউজ টিউটরসহ ১৩ শিক্ষক। ক্ষুব্ধ ছাত্রীরা বিক্ষোভের একপর্যায়ে লাইব্রেরি রুমে অবস্থানরত ১৩ শিক্ষককে বাইরে থেকে দরজায় সিটকিনি লাগিয়ে আটকে রাখে।

ক্ষুব্ধ ছাত্রীরা জানায়, গত শনিবার রাতে একই দাবিতে সুলতানা রাজিয়া হলের প্রভোস্ট ও ৪ হাউজ টিউটরকে ২ ঘণ্টা অবরুদ্ধ করার পর ছাত্রীদের ১০ দফা দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি দেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আলোচনাকালে বাকৃবি প্রশাসন থেকে ডাবলিং ও গণরুম সিস্টেমই প্রস্তাব দেয়। সেদিন ছাত্রীরা তাদের প্রস্তাব মেনে নিতে না পারলেও অপ্রীতিকর কোন ঘটনা ঘটেনি। সর্বশেষ সোমবার রাতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে একই প্রস্তাব এলে ছাত্রীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং ১৩ শিক্ষককে অবরুদ্ধ করে রাখে। তারা সোমবার রাতে পুরনো ১০ দফার সঙ্গে নতুন ৩ দফা যোগ করে এবং তাদের দাবি পূরণে বাকৃবি ভিসি প্রফেসর ড. মোশাররফ হোসাইন মিঞার হস্তক্ষেপ কামনা করেন। যতক্ষণ না বাকৃবি ভিসি তাদের দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি দেবেন ততক্ষণ তারা শিক্ষকদের অবরুদ্ধ করে রাখার ঘোষণা দেয়।

ছাত্রীদের কাছে শিক্ষকদের অবরুদ্ধ হওয়ার ঘটনা ভিসির কানে পৌঁছলে ওই রাতেই তিনি তার বাসভবনে বাকৃবি প্রশাসন ও একাডেমিক প্রধানদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠকে বসেন। এরপর রাত পৌনে ১টার দিকে ভিসির পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন কাউন্সিলের কনভেনর প্রফেসর ড. সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন, ৬ ফ্যাকাল্টির ডিন ও ... আবাসিক হলের প্রভোস্টসহ ৩০ জন শিক্ষক তাপসী রাবেয়া হলে এসে ছাত্রীদের শান্ত করার চেষ্টা করেন। ১ ঘণ্টা ব্যর্থ চেষ্টার পর ঘটনাস্থলে উপস্থিত শিক্ষকরা ... হয়ে ছাত্রীদের ... হুমকি দিয়ে চলে যান। তাতেও ছাত্রীরা নমনীয় না হলে তারা সরাসরি ভিসির আগমন প্রত্যাশা করে। এরপর ছাত্রীরা আরও তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে।

ভোর সাড়ে ৪টার দিকে বাকৃবি শিক্ষক সমিতির প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. মো. মকসুদ হোসেন, সেক্রেটারি প্রফেসর ড. মো. মশিউল আলম চম্পক, সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. নূরুল হক এবং প্রফেসর ড. আবদুল বাতেন ছাত্রী হলে আসেন এবং ছাত্রীদের ১৩ দফা দাবি মেনে নেন। কিন্তু তাতেও ছাত্রীরা শান্ত না হলে বাকৃবি শিক্ষক সমিতি ছাত্রীদের সুষ্ঠু ও নিরাপদ আবাসন নিশ্চিতকরণ ও ব্যর্থতার দায়ভার গ্রহণ করার প্রস্তাব দেন। এতে ছাত্রীরা কিছুটা শান্ত হলে ছাত্রীরা শিক্ষক সমিতির প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারিকে প্রকাশ্য প্রেস ব্রিফিংয়ে তাঁদের দাবি মেনে নেয়ার ঘোষণা দিতে বলে।

এরপর ভোর ৫টায় শিক্ষক সমিতির প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারি প্রকাশ্যে সাংবাদিকদের কাছে ছাত্রীদের ১৩ দফা দাবি মেনে নেয়ার ঘোষণা দিলে ছাত্রীরা হল ভবনের কলাপসিবল গেটের তালা খুলে দেয়। ভোর সাড়ে ৫টায় অবরুদ্ধ এডভাইজার প্রক্টর, প্রভোস্ট কাউন্সিলের কনভেনরসহ ১৩ শিক্ষক হল থেকে বেরিয়ে